29 APR 1997
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

দৈনিক বাংলা

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টিভিতে ৪০ মিনিট সময় নির্ধারণ

সরকার নিরক্ষরতা দূর করতে শীঘ্রই ব্যাপক কর্মসূচী নেবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার বলেছেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাঁর সরকার শীঘ্রই ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তিনি নিরক্ষরতাকে দেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাঁধা বলে উল্লেখ করেন। খবর বাসস ও ইউএনবি'র।

তিনি বলেন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনগ্রসর এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বলেন, আমরা সুষম উন্নয়নে বিশ্বাস করি। এর আগে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে, গত সরকারের আমলে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল অবহেলিত হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে বোর্ড অব গবর্নরস-এর সদস্যরা সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমসহ বর্তমানে যেসব কোর্স চালু রয়েছে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী টেলিভিশনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর-শিক্ষণ কর্মসূচীর সময়সীমা পঁচিশ মিনিট থেকে বাড়িয়ে চল্লিশ মিনিট করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। টেলিভিশনে বর্তমানে পঁচিশ মিনিটের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় যে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও চালু করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তৎপরতার কথা জানতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

(৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সরকার সারা দেশের সুষম উন্নয়ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা, তথ্যসচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, বিএআরসি'র প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বীজ) ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক স্থপতি মাযহারুল ইসলাম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।